দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 14 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

আদিবাসী শিশুদের ওপর জাতীয় সেমিনারে বক্তারা

শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় আদিবাসী শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

মাতৃভাষায় আদিবাসী শিশুদের মৌলিক শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় সেমিনারে বক্তারা বলেছেন, দেশে প্রায় ত্রিশটি ভিন্ন ভাষা-ব্যবহারকারী ৪৫টি আদিবাসী জাতির রয়েছে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তুলনায় আদিবাসীরা রয়েছে মানদিক থেকে পিছিয়ে। শিক্ষা মৌলিক অধিকার হলেও শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ থেকে আদিবাসী শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের এনজিইডি ভবনে গণস্বাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত এক সেমিনারে আদিবাসী শিশুর মাতৃভাষায় মৌলিক শিক্ষা: পরিস্থিতি ও করণীয় শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. সৌরভ সিকদার।

৪৫টি আদিবাসীর রয়েছে বৈচিত্রময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য

সেমিনারের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন সেমিনার আয়োজক পরিষদের সমন্বয়ক তপন কুমার দাশ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরীর সভাপতিত্বে সেমিনারে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রাশেদ খান মেনন এমপি ও প্রমোদ মানকিন এমপি।

রাশেদ খান মেনন বলেন, রাষ্ট্রে দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া। জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ ভেদে এর বৈষম্য করা যাবে না। দেশের সংবিধানেও তা উল্লেখ রয়েছে।

প্রমোদ মানকিন এমপি বলেন, উন্নয়নের একমাত্র পথ হচ্ছে শিক্ষা। তাই পার্বত্য এলাকাসহ আদিবাসীদের উন্নয়ন করতে হলে শিক্ষার প্রসার করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, এনজিওরা সরকারেরই বড় সহায়ক। তাই এনজিওদের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখারও তিনি আহ্বান জানান। সভাপতির বক্তব্যে রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, মাতৃভাষা যাতে হারিয়ে না যায় তার ব্যবস্থা নেয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব হওয়া উচিত। সেমিনারে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ তাদের সমস্যা ও দাবি তুলে ধরেন।

সেমিনারে প্রতিটি আদিবাসী গ্রামে স্কুল করা, মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ, আদিবাসী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা, সরকারকে আদিবাসী শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব নেয়াসহ ২৩টি সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়। পরে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত আদিবাসী শিল্পীদের সমন্বয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অত্যাগত অতিথিসহ সকলে উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে আদিবাসী শিশুদের জন্য প্রণীত শিক্ষা উপকরণ প্রদর্শনীর ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন অতিথিবৃন্দ।